# ত্রিপুরা পুলিশের জন্য দশটি গাইড্ লাইনস্

*(চতুর্থ গাইড্ লাইন)*

# হাজতে নির্যাতন

## সম্পর্কে আইন, পুলিশের কর্তব্য ও আপনার অধিকার সম্পর্কে জানুন


বিচারপতি অলোকবরণ পাল

**রাজ্য পুলিশ কমিশনের প্রধান**

আগরতলা • ত্রিপুরা


## পুলিশ হাজতে নির্যাতন

ত্রিপুরা পুলিশ বোর্ডের দশটি গাইড লাইনের চতুর্থটি হলো হাজতে নির্যাতন সম্পর্কে । এতে বলা হয়েছে — পুলিশ হাজতে আটক ব্যক্তি(কে জীবনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যায় না। একমাত্র আইনের পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোনোভাবে এই অধিকারকে লঙ্ঘন করা যায় না। ফৌজদারী আইন ব্যবস্থায় যে কোনো অভিযুক্ত( ব্যক্তি(কে আদালত দ্বারা দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত নির্দোষ বলে গণ্য করতে হয়। হাজতে থাকাকালীন তার স্বাধীনতার অধিকারকে সাময়িক ভাবে সীমিত করা হয় মাত্র। এই সীমিত স্বাধীনতাটুকু অত্যন্ত মূল্যবান।

**পরিস্থিতি যেমনই হোক বা আটক ব্যক্তি যেমনই দাগী আসামী হোক্ হাজতে নির্যাতন কোনো যুক্তিতেই গ্রহণযোগ্য নয়। পুলিশ হাজতে মৃত্যু হলে গোটা পুলিশ বাহিনীর সুনাম নষ্ট হয়। অপরাধের প্রমাণ সংগ্রহের জন্য পুলিশকে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্য নিতে হবে। হাজতে নির্যাতনকে গুরুতর অন্যায় আচরণ বলে গণ্য করা হয় বলেই পুলিশের বিরুদ্ধে এই ধরনের অভিযোগকে উপযুক্ত ক্ষেত্রে পুলিশী দায়বদ্ধতা কমিশন দ্বারা তদন্ত করানো প্রয়োজন।**

স্বীকারোক্তি( আদায়ের জন্য বা প্রমাণ সংগ্রহের জন্য পুলিশ হাজতে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন আমাদের দেশে ব্যাপক হারে ঘটে থাকে । কিন্তু কোনো সভ্য ও মুক্ত( সমাজে পুলিশের এই আচরণ মানা যায় না। ভারতীয় সংবিধানে জীবন, স্বাধীনতা ও মর্যাদার অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এই অধিকারকে সুর( ত রাখার দায়িত্ব পুলিশের। তাই র( কের ভূমিকা ছেড়ে পুলিশ যদি রক্ত(চ( অত্যাচারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে এই অধিকার লঙ্ঘন করে তখন সামাজিক স্থিতি বিপন্ন হতে বাধ্য। ডি কে বসু বনাম পশ্চিমবঙ্গ এবং নীলাবতী বেহেরা বনাম উড়িষ্যা মামলায় সুপ্রীম কোর্ট বিশদভাবে এই পরিস্থিতির ব্যাখ্যা করে কিছু গু(ত্বপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছেন। এই নির্দেশগুলো সংবিধানের মৌলিক অধিকারগুলোর সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। পরবর্তীকালে CrPc সংশোধন

করে এই নির্দেশগুলোকে আইনের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। একই কারণে ত্রিপুরা পুলিশ আইনে এবং ত্রিপুরা পুলিশ গাইড্ লাইনে পুলিশের দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্ম পদ্ধতিতে পরিবর্তন সুনিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় বিধান সংযোজিত হয়েছে। কিন্তু এতোসব আইনি ব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক সম্মেলনের সিদ্ধান্ত, সুপ্রীম কোর্ট ও বিভিন্ন মানব অধিকার সংস্থার উদ্বেগ সত্ত্বেও পুলিশী নির্যাতন ঘটে এবং এর মূল ল( ্য হল অপরাধের তদন্তের জন্য সূত্র পাওয়া। আটক ব্যক্তি( যদি প্রকৃত আসামী হয়, কৌশলী পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদের (Interrogation) একটা পর্যায়ে সে সত্যকে গোপন করতে পারে না। একটা সময় সূত্র পাওয়া যাবেই। জিজ্ঞাসাবাদ বা জেরার এই কৌশল সম্পর্কে তদন্তকারী পুলিশের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও প্রশি( ণ থাকা দরকার।

তাছাড়া বি(্বের উন্নত দেশগুলোতে তদন্ত কার্যে বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা, যেমন Polygraph test (lie detector), Narco analysis test এবং brain mapping এর মতো বিভিন্ন প্রকৌশল গ্রহণ করা হয়ে থাকে। আমাদের দেশে এদের প্রয়োগ বিশেষ দেখা যায় না।

***উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে জেনে রাখা প্রয়োজন ঃ-***

(১) গ্রেপ্তারের পর আটক ব্যক্তি(কে কোনো প্রকার নির্যাতন করা যায় না। তাকে জেরা করাই নিয়ম। জেরার উত্তরে যে সত্যটা সে পুলিশকে বলবে তা কোনোভাবে আদালতে প্রমাণ হিসেবে গৃহীত হবে না। একথা তাকে বুঝিয়ে বলা দরকার যে পুলিশের কাছে কোনো স্বীকারোক্তি( বা বিবরণ আইন গ্রাহ্য নয়। সুতরাং সে নির্ভয়ে সত্য খুলে বলতে পারে।

(২) CrPc 46 ধারা অনুযায়ী গ্রেপ্তার করার সময় বাধা দিলে বা গ্রেপ্তারের পর পালানোর চেষ্টা করলে তাকে আটকানোর জন্য যতটুকু বলপ্রয়োগ প্রয়োজন শুধু ততটুকু করা আইনসংগত। অন্য কোনো কারণে হাজতে থাকাকালীন নির্যাতন করা বেআইনি।

(৩) বিচার চলাকালীন অভিযুক্ত( ব্যক্তি( চুক্তি(র মাধ্যমে খুবই কম শাস্তিতে মুক্তি( পাওয়ার আবেদন করতে পারে। 2005 সালে ফৌজদারী কার্যবিধি (CrPc) সংশোধন করে XX I A অধ্যায়টি জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এর নাম Plea bargaining, বাংলায় বলা যেতে পারে আত্মপ( সমর্থনে স্বীকারোক্তি( ও চুক্তি(র মাধ্যমে অতি সামান্য শাস্তিতে মুক্তি(। 265 A থেকে 265 L, বারোটি ধারায় এই নতুন বিচার পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। সাত বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে এমন সব অপরাধের (( ত্রেই শুধু এই ব্যবস্থা প্রযোজ্য। এতে তদন্তকারী পুলিশকে গু(ত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হয়। অভিযুক্ত( ব্যক্তি(কে এই নতুন ব্যবস্থার কথা বুঝিয়ে বললে তদন্তের কাজে তার কাছ থেকে স্বীকারোক্তি( বা সূত্র বা অন্য সহযোগিতা পাওয়া যেতে পারে। সে কারণেই এই অধ্যায়টি ভালোভাবে জেনে রাখা দরকার। কিন্তু শারীরিক বা মানসিক নির্যাতন করলে সে পুলিশকে বি(্বাসই করবে না এবং পুলিশের বক্ত(ব্যকে বা পরামর্শকে সন্দেহের চোখে দেখবে। তাই আটক ব্যক্তি(র সাথে ভালো ব্যবহার করে তার আস্থা অর্জন করা তদন্তের স্বার্থে প্রয়োজন।

(৪) যখন কোনোভাবে তদন্তে সফলতা আসছেনা বা যথেষ্ট প্রমাণ সংগ্রহ করা যাচ্ছে না তখন অবশ্যই CrPc 306 ধারা প্রয়োগ করা যায়। এই ধারায় যে কোনো সন্দেহ ভাজন ব্যক্তি(কে গ্রেপ্তারের পর তাকে সা( ী হওয়ার প্রস্তাব দেওয়া যায় যদি সে পুরো ঘটনার বিবরণ দিতে রাজী হয়। সাধারণত এই ধরনের আসামীকে রাজ সা( ী বলা হয়। এই আইনি ব্যবস্থা সম্পর্কে ভালোভাবে জেনে রাখা দরকার। কিন্তু নির্যাতনের ফলে আসামী যদি পুলিশের প্রতি আস্থা হারায় তখন সে এধরনের প্রস্তাবে রাজী নাও হতে পারে।

(৫) থার্ড ডিগ্রি বা শারীরিক নির্যাতনের বদলে আধুনিক যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে সেগুলো হল Polygraph, Narco-analysis এবং brain mapping । এই টেক্‌নিকেল পদ্ধতিগুলো প্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত ও প্রশি( ণ জ(রী। অনেক উন্নত দেশে এই ব্যবস্থাগুলো চালু আছে। ২০১০ সালে এক রায়ে সুপ্রীম কোর্ট এই ব্যবস্থাগুলো প্রয়োগ করার আগে যার উপর প্রয়োগ করা হবে তাঁর সম্মতি নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। •



**মুদ্রণ : জ্ঞান বিচিত্রা প্রেস**, আগরতলা। ফোন ২৩১ ৫১২১ /২৩২ ৩৭৮১